জয়বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হলেন মিঠুন

জয়বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ এর কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হলেন মেহেরপুরের সন্তান মিঠুন ডিআইসিকে। তিনি মেহেরপুর সদরের রাজনগর বেলে পাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর বিস্বস্ত আস্থাভাজন অঙ্গ সংগঠন জয় বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়াই, মিঠুন ডিআইসিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দলের নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনটির সভাপতি আকরাম হোসেন বাদল এবং উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তাকে এই পদে আসীন করা হয়। ৭১’র চেতনায় মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণে উদ্ভাসিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে সংগঠনটি।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পূর্বের ন্যায় আওয়ামীলীগ এর হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এগিয়ে যাবে বলে সংগঠনের সভাপতি আকরাম হোসেন বাদল এই উদ্যোগ নিয়েছেন। মিঠুন ডিআইসিকে ২০০৮ সালে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেন কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে। ২০১২ সালে আওয়ামীলীগ সদস্য স্বীকৃতি পায়।

তারপর অঙ্গ সংগঠন হিসাবে ২০১৭ সালে জয়বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ এর সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পায়। ২০১৯ সালে যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পায় একই সংগঠনে।

তারপর ২০২০ সালে “কোটি হ্নদয়ে জয় বাংলা” বাস্তবায়ন ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পায় যা চলমান।

সে জয় বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ মেহেরপুর জেলা শাখা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা।

মুজিবনগরের দুই ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরের বাগোয়ান ও মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পি ডব্লিউ ডি আই রেস্ট হাউজে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক মতিউর রহমান মতিনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেন এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার বাগওয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাবুল মল্লিক, মুজিবনগর উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি ও মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবুল কালাম আজাদ। দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রাসেল উদ্দীন, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইসরাফিল আলম পালু। উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব। মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সম্মেলন কমিটির সদস্য শাহরিয়ার আজম পরাগ, আনিসুর রহমান শুভ, রোকনুজ্জামান রোকন, মেহেদী হাসান বগা, রাব্বি,শাহঅলিউল্লাহ সোহাগ জুয়েল রানা, সুমন আহমেদ। দারিয়াপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাজাহান সিরাজ দোলন, সাধারণ সম্পাদক লিংকন, মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রাসেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ইউনুস আলীসহ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

সম্মেলনে ইশতিয়াক কে বাগোয়ান ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি

এবং সোহানুর রহমান সোহানকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়।

এবং মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবু নঈম ডালিম কে মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এবং মোনাখালী ইউপি সদস্য আলাউদ্দিনকে মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলন শেষে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের লিফলেট বিতরণ করা হয়।

গাংনী থানায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত লাশ রাখা ঘরের উদ্বোধন

গাংনী থানায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত লাশ রাখা ঘরের উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এ ঘরের উদ্বোধন করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়া, আওয়ামী লগি নেতা মনিরুজ্জামান আতু প্রমুখ সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নিজ অর্থায়নে গাংনী থানা পরিষদ চত্তরে মরদেহ রাখার শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর নির্মাণ করে দেন।

মেহেরপুরের প্রফেসর আব্দুল মান্নানের গণসংযোগ অব্যহত

বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সাংসদ প্রফেসর আবদুল মান্নান বিভিন্ন গ্রামে গনোসংযোগ অব্যহত রেখেছেন।

গতকাল সোমবার বিকালে সদর উপজেলার কালিগাংনী, শ্যামপুর, মদনাসহ বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করেন। এসময় প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল মান্নান, হাজী ইয়াকুব আলী, মঈন উদ্দীন মিন্টু আলাউদ্দীন আহামেদ, হাজী ইমরান হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

গণসংযোগ কালে জেলা ছাত্রলীগ সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খালেদুজ্জামান খান ডালিম, মির্জা গালিব উজ্জ্বল, রাশেদুজ্জামান সুজন, আবু তালহা বিন হাবিব জুয়েল, মোঃ সেলিম রেজা, সাজেদুর রহমান সাজু, নয়ন আহামেদ, ইকবাল হোসেন, শেখ কায়সার হামিদ বুলবুল, রবিউল ইসলাম, আতিকুর রহমান টিপু, জিয়া, সুমন আহমেদ, মিরাজুল ইসলাম প্রমুখ অংশ নেন।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রস্তুতি

সভা

আগামি ২৭ জুলাই স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।

গতকাল রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবাহানের সভাপতিত্বে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি সোয়েব রহমান, সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন, মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব শাহিন ইসলাম তানিম, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শরীফ রেজা পান্না, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক মতিয়ার রহমান মতিন, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব জীবন আকবার, মেহেরপুর সদর থানা আমঝুপি ইউনিয়নের সভাপতি মিনারুল ইসলাম সহ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ২৭ জুলাই স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষে মুজিবনগরে বিএনপির

গণসংযোগ

২৭ শে জুলাই বিএনপির মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

আজ বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি আলমগীর খান ছাতু নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন,জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক এ্যাডঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জিয়া প্রজন্ম দলের সদস্য সচিব ইসমাইল হোসেন, ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন, বাছিম প্রমুখ।

মেহেরপুরে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের গণসংযোগ

বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সাংসদ প্রফেসর আব্দুল মান্নান মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করেন।

আজ রবিবার বিভিন্ন গ্রামের প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা এবং স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ ও নতুন প্রজন্মের সাথে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নসহ স্বাধীনতার পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এসময় সুবিদপুর, বৈকন্টপুর, কুলবাড়িয়া, মনোহারপুর, উজলপুর, ফতেপুর,কান্দেবপুর, ইছাখালি, ঝাঝা, হরিরামপুর, গোভীপুর এসে দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

গণসংযোগ উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ সাবেক যুগ্ম

সাধারণ সম্পাদক খালেদুজ্জামান খান ডালিম। সদস্য সচিব সর্বস্তরে স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) মেহেরপুর জেলা শাখা মির্জা গালিব উজ্জ্বল, সহ সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) মেহেরপুর জেলা শাখা রাশেদুজ্জামান সুজন, পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) আবু তালহা বিন হাবিব জুয়েল, সভাপতি হরিরামপুর যুব উন্নয়ন সমিতি মোঃ সেলিম রেজা, সভাপতি থানা শ্রমিকলীগ মেহেরপুর সাজেদুর রহমান সাজু, হরিরামপুর যুবউন্নয়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নয়ন আহামেদ, সাইদুর ইসলাম, ইকবাল হোসেন, শেখ কায়সার হামিদ বুলবুল, রবিউল ইসলাম, আতিকুর রহমান টিপু, আব্বাস উদ্দিন, জিয়া, সুমন আহমেদ, গোলাম নবী, শফিকুর ইসলাম লিল্টু, হুমায়ূন কবির বাবু, মতিউর, আহসান হাবিব লাল মিয়া, হুমায়ূন কবির, মিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

বেতাই না মুজিবনগর; কোনটা সঠিক?

একটি ছবি। কিন্তু দুটি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে ভিন্ন্ন স্থানের ক্যাপশন। দুটি ক্যাপশনই মুক্তিযুদ্ধের গৌরাবান্বিত ইতিহাস বহন করে। প্রশ্ন হচ্ছে, একই ছবি কিভাবে দুটি ইতিহাস তৈরি করে? আমাদের মত পাঠকদের মনেও হয়তো প্রশ্ন তৈরি হবে কোনটি সঠিক? বেতাই না কী মুজিবনগর।

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের (সাবেক মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ) ‘ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন’ স্মারক সংখ্যা ও কলেজে অধ্যক্ষর কক্ষের ডিসপ্লে বোর্ডে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক মাসুদ রেজার বিরুদ্ধে। মাসুদ রেজা মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভুগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

স্মারক সংখ্যার কোথাও মরহুম ছহিউদ্দিনকে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বা জড়িত থাকার তথ্য

না থাকলেও সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের বাণীতে মরহুম ছহিউদ্দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্মারক সংখ্যার একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতের বেতাই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পতাকা উত্তোলন করছেন ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম সেখানে পতাকাকে সালাম জানাচ্ছেন মরহুম ছহিউদ্দিন। ওই একই ছবি মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে নোটিশ বোর্ডে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ অনুষ্ঠানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ থেকে ২০২২ সালের মার্চ প্রকাশিত ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) নামের একটি স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত স্মারক সংখ্যা ও কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে ইতিহাস পরিক্রমায় ছহিউদ্দিন কর্ণার পর্যবেক্ষণ করলে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি উঠে আসে।

স্মারক সংখ্যা থেকে জানা গেছে, সংখ্যাটি একটি গবেষণা সংকলণ। ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহি উদ্দীন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত)” নামকরণের সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন ছহি উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারি অধ্যাপক এম মাসুদ রেজা। সংখ্যাটিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি’র “কিছু কথা” এবং মেহেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের বাণী ছাপানো হয়েছে। স্মারকসংখ্যায় তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মিলে ২২টি নাম। তার মধ্যে সালাউদ্দিন দুলক, (সাবেক সরকারি কর্মকর্তা) ভূগোল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, আব্দুল হামিদ রায়হান রুপান্তর কুষ্টিয়া, জীবনের জয়রথ, তৌফিক ই ইলাহী চৌধুরী এবং ব্যারিষ্টার আমির উল

ইসলাম।

সংকলণে প্রায় পঞ্চাশটি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। যেগুলো দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক যুগান্তর (কলকাতা), বাংলার বাণী, জয়বাংলা মুজিবনগর, দৈনিক বাংলা, দৈনিক আযাদ ও দি পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকাগুলো থেকে।

যে ছবিটি নিয়ে বিতর্ক উঠেছে, সেটি হলো, “মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে বেতাইয়ে পতাকা উত্তোলন করছেন হুইফ আমির উল ইসলাম এবং সালাম দিচ্ছেন মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন ও অন্যান্য এমএনএ/ এমপিগণ” এই ক্যাপশন সংবালিত একটি ছবি। যেটি সংকলণের চব্বিশ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

আবার এই ছবিটিই ক্যাপশন বদলিয়ে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের রুমে ডিসপ্লে বোর্ডে সাটানো হয়েছে।বোর্ডের একাংশে লেখা “ইতিহাস পরিক্রমায় ছহি উদ্দিন বিশ্বাস”। তার নিচে দেওয়া রয়েছে ৬টি ছবি। বোর্ডের অপরাংশে লেখা আছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাহসী সংগঠক ও মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ছহিউদ্দিন বিশ^◌াস এর জীবনতরী। বোর্ডে দেওয়া ছয়টি ছবির মধ্যে (বাম থেকে) দ্বিতীয় ছবিটি ক্যাপশন বদলানো সেই ছবি। ক্যাপশনে লেখা আছে “শপথ অনুষ্ঠানে প্রথম সরকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়”। একই ছবি ভারতের বেতাই ক্যাম্পের আবার প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের। এটি পরিকল্পিত বিকিৃত বলে মনে করেছেন অনেকেই। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের ইতিহাস বিকৃতি সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাও অনেকটাই অবাক হয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আযীমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, আমি

এই সংকলণ বা আমার রুমের ডিসপ্লে বোর্ডের ছবি বা লেখা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবো না। ৫২ পৃষ্ঠার সংকলনটির কোনো একটি স্থানেও আমার কোনো নাম নেই। এটি সম্পাদনা করেছেন, কলেজের সহকারী অধ্যাপক এম মাসুদ রেজা, তাকেই জিজ্ঞাসা করেন। আপনার কলেজের অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে আছে। তাদেরকে আপনি কোনটি ঠিক বলে উত্তর দেবেন এবং এটি ইতিহাস বিকৃতি কিনা এমন প্রশ্নে অধ্যক্ষ একরামুল আযীম কোনো কথা বলতে সম্মত হননি।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা গেছে, মরহুম ছহিউদ্দিন পঞ্চাশ দশকে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহযোদ্ধা হিসেবে মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি শুরু করেন। ষাটের দশকে মেহেরপুর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৯ হতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আমৃত্য ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। তিনি ১৯৭০, ১৯৭৩ ও ১৯৮৬ সালে মেহেরপুর-মুজিবনগর আসনের জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন অনুকরণীয় রাজনীতিককে নিয়ে এধরনের পরিকল্পিত ইতিহাস বিকৃতি কি খুব জরুরী ছিল ? ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উনার অনুপস্থিতি কি উনার অর্জন বা রাজনৈতিক জীবনকে খাঁটো করে? তাহলে কেনো একটি ছবির ক্যাপশন পাল্টিয়ে মরহুম ছহিউদ্দিন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেখানো হলো?

সংকলনটিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি স্মারকসংখ্যার কিছু কথা শিরোনামে তাঁর বাবা সম্পর্কে লিখেছেন, কিংবদন্তিতুল্য অনুকরণযোগ্য এক মহান রাজনীতিক হিসেবে। কোথাও তিনি ১৭ এপ্রিলের শপথ অনুষ্ঠানে তার বাবার উপস্থিতির কথা লেখেন

নায়। অতিউৎসাহি হয়ে এ ধরনের একটি বিকৃত ইতিহাস কেনো জন্ম দেওয়া হলো এনিয়ে একটি তদন্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন অনেকেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কিছু শিক্ষানুরাগী ও সংগঠক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের কক্ষে বিকৃত ইতিহাস প্রকাশ করার ফলে শিক্ষার্থী ভুল ইতিহাস শিখবে। একই সঙ্গে ম্যাগাজিনে সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলমের বাণীতে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে তারও অনুসন্ধান করে ম্যাগাজিনের সংশোধনী সংস্করণ বের করার দাবী জানান তারা।

মুজিবনগরে ১৭ এপ্রিলের কোরআন তেলোয়াতকারী বাকের আলী বলেন, ৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের শপথ অনুষ্ঠানে মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। অথচ, একটি ছবির ক্যাপশন বদল করে তাকে উপস্থিত দেখানো ঠিক হয়নি। এটি ইতিহাস বিকৃতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন আচরণ শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযম বলেন, একটি স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি কমিটি থাকতে হয়। অথচ, এই স্মরণিকাটি মাত্র একজনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সেকারনে, মারাত্বক একটি অপরাধও সংগঠিত হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব:) এম এ মালেক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মো: নুরুল ইসলাম তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, জাতীর শ্রেষ্ট অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি একটি জঘন্য অপরাধ। সে যেই হোক ইতিহাস বিকৃতিকারির বিচার হওয়া উচিত।

তৎকালিন বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি দোয়াজ উদ্দিন মন্ডল (যিনি ১৭ এপ্রিলের আনুষ্ঠানিকতার প্রত্যক্ষ সংগঠক ছিলেন) বলেন, আমি অনেকবার বলেছি, মেহেরপুরের কোনো নেতাই সেদিন মুজিবনগরে উপস্থিত ছিলেন না। তারপরও যারা এধরনের ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের বিচার হওয়া উচিৎ। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত নেতা মোমিন চৌধুরীর ভিডিও রেকর্ড মেহেরপুর প্রতিদিনের সংগ্রহে আছে। তিনিও মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের উপস্থিতির কথা স্বীকার করেননি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ইতিহাস বিকৃতি খুবই লজ্জাজনক, শিক্ষার্থীরা এতে বিভ্রান্তি হবে। মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরের অনুষ্ঠানে ছিলেন না

(প্রিন্ট ভার্সনে ছাপাজনিত ভুলের কারণে ‘না’ শব্দটি বাদ গিয়েছে)। তাঁকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা করা মানে তাঁকেই খাটো করা হয়েছে।

তবে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক ও মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রেজার সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে কথা বলার জন্য বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি এবং তিনি ফোন ব্যাকও করেননি।

মেহেরপুর জেলা আ’লীগের নতুন কমিটির পরিচিতি সভা

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নতুন কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে নতুন কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সভাপতিত্বে নবনির্বাচিত কমিটির পরিচিতি সভায় কেন্দ্র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা নিজ নিজ নাম ও পদবী বলে পরিচিতি সভায় সকলের সাথে পরিচিত হন। পরিচিতি শেষে এক রুদ্ধ দ্বার বৈঠক হয় । তবে এই পরিচিতি সভায় ৭৫ সদস্যের জেলা আওয়ামী লীগ কমিটি ও ২২ সদস্যের উপদেষ্টা মন্ডলীর বেশ কিছু হেভিওয়েট নেতা অনুপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্র থেকে জানা গেছে অনুপস্থিত নেতাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থতা জনিত কারণে উপস্থিত হতে পারেন নাই।

পরিচিতি পর্বের শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাটে তার বক্তব্যের ছন্দপতন ঘটে। পরে নবগঠিত জেলা কমিটির সদস্যদের এক রুদ্ধ দ্বার বৈঠক হয়।

তবে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে দীর্ঘদিন ধরে চলমান দলীয় কোন্দল সমাধানের অগ্রগতি নিয়ে কমিটির কোন সদস্যই বক্তব্য প্রদান করতে রাজি হয়নি।

উল্লেখ্য, সম্মেলনের ১৩ মাস পর গত ২৩ জুন জন্য মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটিসহ ২২ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন নিয়ে কুষ্টিয়ায় গনসংযোগ ডা: আমিনুল হক রতনের

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গনসংযোগ ও মতবিনিময় করেছেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও বিএমএ কুষ্টিয়ার শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন।

আজ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুর ইউনিয়নের হরিনারায়নপুর, লক্ষিপুর বাজার ও জেলেপাড়া মোড়, হাসানবাগ বাজার, রাজাপুর, পিয়ারপুর বাজার, সিরাজমোড়, মধুপুর বাজার সুগ্রীবপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় বর্তমান সরকারের নানান উন্নয়নচিত্র তুলে ধরেন এবং সুধীজনদের সাথে নৌকার পক্ষে জনসংযোগ ও মতবিনিময় করেন। এসময় কয়েকশ মোটরসাইকেল নিয়ে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করা হয় এবং সরকারের উন্নয়ন সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মতবিনিময়কালে ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়নমূলক অনেক কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন হবে এই অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র।

তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নৌকার সাথে থাকতে হবে, শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতায় আনতে হবে। জঙ্গিবাদ উগ্র মৌলবাদ ও অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে একটি সুশীল ও মানবতা সম্বলিত জাতি গড়তে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জনসেবার বার্তা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন ডা: আমিনুল হক রতন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন হরিনিারায়নপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক ফারুখ হোসেন, ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুর রউফ, ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মন্টু মেম্বার, সাধারন সম্পাদক আব্দুল মজিদ, ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আইয়ুব আলী, ১নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি নায়েভ খা, ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মহিউদ্দিন, ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল, জমির উদ্দিন, সাইদুর রহমান ও রোকনুজ্জামানসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ।